দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৮)

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক গতকাল ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন করেন ফোকাস বাংলা

# বছরে ৬ কোটি টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বর্তমানে দেশে এক মৌসুমে আউশ, আমন ও বোরো মিলে চাল উৎপাদন হয় পৌনে চার কোটি টন। সেটা ২০৫০ সালের মধ্যে ৬ কোটি টনে উন্নীত করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধাপে ধাপে কীভাবে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় দ্বিগুণ করা হবে তার পরিকল্পনা করছে সরকারের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) চাল উৎপাদন দ্বিগুণ করার বিষয়ে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' নামের এই কৌশলপত্রটি গতকাল বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে উপস্থাপন এবং মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ৪০ জন গবেষক দুই বছর নিরলস চেষ্টা করে এ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করেছেন।

কৌশলপত্র উপস্থাপন করে ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ডাবলিং রাইস প্রোডাক্টিভিটি-ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল যেখানে ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে, ধানের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমাবে।

> চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে সরকারের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো

উপস্থাপনায় জানানো হয়, ডিআরপি ৩০ বছরের জন্য চালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি কৌশলপত্র। ২০৩০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তা ডিআরপি কৌশলপত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

২০৫০ সালে চালের উৎপাদন ৬ কোটি ৮ লাখ টনে উন্নীত করার কথা এ বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। উন্নত জাত-প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিদ্যমান উৎপাদন গ্যাপ হ্রাস এবং অনাবাদি জমিতে আবাদ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চালের উৎপাদন ২০৩০ সালে ৪ কোটি ৬৯ লাখ, ২০৪০ সালে ৫ কোটি ৪০ লাখ এবং ২০৫০ সালে ৬ কোটি ৮ লাখ টনে উন্নীত করা সম্ভব।

কৌশলপত্রে বলা হয়, এ কর্মপরিকল্পনার ৭৫ শতাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। এর ফলে যে কোনো দুর্যোগে বছরে ৪০ লাখ টন পর্যন্ত চালের উৎপাদন কমলেও খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকবে।

১৯৭১-৭২ সালে হেক্টরপ্রতি চালের গড় উৎপাদন ছিল ১ টনের কিছু বেশি। বর্তমানে হেক্টরপ্রতি চালের উৎপাদন গড়ে ৪ টনেরও বেশি।

কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে। দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদনশীলতা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে।

উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সুন্দর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ ধরনের কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ আনতে হতো। এখন এটি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরাই তৈরি করেছেন, যা একটি বড় সাফল্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ ও ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থা প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ১৬,০৬)

# ২০৩০ সাল নাগাদ চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে কৌশলপত্র

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তার একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। এতে বলা হয়েছে, উন্নত জাত-প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিদ্যমান উৎপাদন বা ফলন ব্যবধান কমানো এবং অনাবাদি জমিতে আবাদ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালে চালের উৎপাদন ৪ কোটি ৬৯ লাখ টনে উন্নীত করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, এর মাধ্যমে চালের উৎপাদন ২০৪০ সালে ৫ কোটি ৪০ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ৬ কোটি ৮ লাখ টনে উন্নীত করা সম্ভব। যেখানে বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লাখ টন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে এই কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

## ২০৩০ সাল নাগাদ

১৬ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, ২০৫০ সালে মানুষের আয় আরো বাড়বে, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। খাবারের ভোগ ও চাহিদা বাড়বে। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই কৌশলপত্রে উন্নত ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফলন ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ধানের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়েও জোর দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদন দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে—তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য। মূলপ্রবন্ধে ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ডাবলিং রাইস প্রোডাক্টিভিটি—ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল, যেখানে ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বাড়বে, অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, ব্যাপক হারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে ও ধানের গুণমান বাড়বে। ধান ও চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমাবে।

সমকাল

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৬)

# ৩০ বছরে চাল উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে এবার বোরো মৌসুমে চালের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। তারপরও চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সরকার চাল সংগ্রহে নানা উদ্যোগ নিলেও কাজে আসছে না। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন ব্যবসায়ীরা। এ পরিস্থিতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন হয়েছে। ৪০ জন গবেষক দুই বছর ধরে গবেষণা করে চালের সরবরাহ নিশ্চিতে ৩০ বছরের জন্য কৌশলপত্র তৈরি করেছেন। কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর। এতে বলা হয়েছে, ডাবলিং রাইস প্রোডাক্টিভিটি-ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল। এ অনুযায়ী ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বাড়বে। অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে। ব্যাপক হারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে। ধানের গুণগত মান বাড়বে। ধান ও চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমবে।

## কৌশলপত্র প্রণয়ন

২০৫০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, তা ডিআরপি কৌশলপত্রে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে উন্নত জাত-প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও অনাবাদি জমি ব্যবহারসহ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চালের উৎপাদন ২০৩০ সালে ৪ কোটি ৬৯ লাখ, ২০৪০ সালে ৫ কোটি ৪০ লাখ এবং ২০৫০ সালে ৬ কোটি ৮ লাখ টনে উন্নীত করা সম্ভব। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লাখ টন। ১৯৭১-৭২ সালে হেক্টরপ্রতি চালের গড় উৎপাদন ছিল এক টনের কিছু বেশি। বর্তমানে হেক্টরপ্রতি চালের উৎপাদন গড়ে ৪ টনেরও বেশি। কর্মপরিকল্পনার ৭৫ শতাংশ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে যে কোনো দুর্যোগে বছরে ৪০ লাখ টন পর্যন্ত চালের উৎপাদন কমলেও খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-২ বা জিরো হাঙ্গার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্র গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। ২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে। খাদ্যের প্রাপ্যতা নয়, এসডিজি পূরণে বড় চ্যালেঞ্জ পুষ্টি নিশ্চিত করা। চাল উৎপাদনের তথ্যে কোথাও গরমিল রয়েছে। বিবিএসের প্রতি আহ্বান, আগামী কৃষিশুমারিতে যেন উৎপাদনের সঠিক তথ্য থাকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, সরকারের কৃষিখাত সংশ্লিষ্টরা চালের উৎপাদনের যে তথ্য দেয়, তার সঙ্গে ব্যস্তবতার মিল নেই। বিবিএসের মাথাপিছু চাল ভোগের পরিমাণ ধরে হিসাব করলে দেশে দুই কোটি ৮০ লাখ টনের বেশি চালের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে এর চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে এত চাল গেল কোথায়? কেন আমদানি করতে হচ্ছে?

বাজারে চালের দাম কমাতে প্রাইস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয় উপস্থাপিত কৌশলপত্রে। সে প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন আপনারা প্রাইস কমিশন চান? তাহলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কী কাজ?

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (ইরি) বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি প্রমুখ।

the dailyobserver We stand for people's rights

Date: 02/09/2021 (Page: 08)

editorial@dailyobserverbd.com

# BRRI projects revolutionising rice production

It is heartening to note that Bangladesh has achieved self-sufficiency in food production in the past decade, while rice production keeps increasing every year. Despite the notable achievement, the country's import of the food grain has grown steadily over the past two years. Under the current context, a research paper forecasts that the country will have a staggering 42 lakh and 65 lakh tonnes of surplus rice in 2030 and 2050 respectively.

The research titled "Doubling Rice Productivity in Bangladesh: A Way to Achieving SDG-2 and Moving Forward," has been conducted by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI). According to BRRI sources, researchers have developed the framework for an action plan in order to facilitate the projected volume of rice production. The researchers' opined that even 75 per cent implementation of this "Plan of Work (POW)" would allow Bangladesh to produce surplus amount of rice.

Bangladesh's accomplishment in food production is a globally recognised fact. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in a report titled "Global Food Outlook June 2021" projected that Bangladesh will produce 3.78 crore tonnes of rice in 2021, compared to 3.74 crore tonnes in 2020.

However, it is a challenge to produce surplus food for 160 million people in such a small country, while cultivable land is fast decreasing. But the fact is that the amount of fallow land needs to be taken into consideration. Fallow land mostly located throughout river Chars, hill tract areas and the southern regions of the country--those should be cultivated properly. Moreover, there are many farmlands in Bangladesh where rice production can be increased by around 21 per cent.

Reducing the production gap between two crops in a land, boosting labour productivity, inventing more nutrient-rich varieties and distributing those among farmers, diversifying rice-based products, utilising mechanisation to support farmers and proper management will ensure achieving the SDG-2.

In order to step up food production, the country should concentrate to develop the entire cultivation chain --from seedling production to harvesting crops, long-term storage of surplus rice, export facilities, conduct research through a public-private partnership to diversify rice-based products and market development. BRRI will have to develop salinity and drought resistant high yield crops. It also needs to conduct research to reduce time needed for cultivating crops.

We hope that the feasibility of BRRI presented POW will be cross checked in order to scientifically implement it. Since the POW is expected to double Bangladesh's rice production by 2030 and help the country fulfil SDG's first three goals--No Poverty, Zero Hunger, and Good Health and Well Being--the authority responsible must take the issue sincerely and give due importance.

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০১, ০৬)

# চাল উৎপাদন দ্বিগুণ করার কাজ চলছে ॥ কৃষিমন্ত্রী

**বিশেষ প্রতিনিধি ॥** ২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে বলে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদনশীলতা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ *(৬ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)*

# চাল উৎপাদন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলছে। বুধবার রাজধানীর হোটেলে সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী চাল আমদানি প্রসঙ্গে বলেছেন, দেশ দানা জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ এখন চার কোটি টন চাল উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কত, তাদের খাদ্যশস্যের চাহিদা কি সে বিষয়টি জানতে সঠিক কৃষি শুমারির প্রয়োজন। আগামী আদমশুমারি যেন নির্ভুল হয়। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যার হিসাব যেন ওই শুমারিতে উঠে আসে। তাহলে আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের চাহিদা, উৎপাদন আমরা বুঝতে পারব। আদমশুমারি সঠিক হলে আমাদের চালের চাহিদা কত তার প্রকৃত হিসাব আমরা করতে পারব। সেই অনুযায়ী, আমরা কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে পারব।

এর আগে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম তার বক্তব্য প্রদানকালে বলেন, দেশে চালের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু এত চাল উৎপাদনের পরও কেন চাল আমদানি করতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোথাও ঘাপলা আছে।

কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের ৭৮ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়। ধানকেন্দ্রিক করেই বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে চালের উৎপাদন ছিল ১ টন। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৪ টন। আমরা ৫০ বছরে চালের উৎপাদন চার গুণ করতে পেরেছি। তাহলে কেন ৩০ বছরে চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে পারব না।

২৭ লাখ টন চাল আমদানি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কৃষি একটি মৌসুম ভিত্তিক ফসল। এটি আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। আমরা দানাজাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আমরা সেই যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমাদের সেচ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। আমরা কৃষিকে আজ এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছি যে, এদেশের মানুষ আর না খেয়ে মরবে না।

তিনি বলেন, এসডিজিকে সামনে রেখে এখন আমরা দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছি। আমরা পুষ্টিতে অনেক পিছিয়ে আছি। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এখন আমাদের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। তিনি বলেন, আমাদের কৃষি পণ্য রফতানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে এসেছে। তারা হলুদ, মরিচ প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করছে। কিন্তু তাদের অন্যান্য কৃষি পণ্য রফতানিতে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য তাদের কৃষি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের ব্যবসায়ীরা অর্থ বিত্তের মালিক হয়ে কানাডায় বাড়ি করছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগামী ৩০ বছরে দেশের ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। কোন প্রকার কনসালটেন্ট ছাড়াই দুই বছরে বিজ্ঞানীরা এই অসাধারণ কাজ করেছে। এতে যেমন ধানে উৎপাদন বাড়বে, তেমনি জমি সাশ্রয় হবে। সেই জমি আমরা অন্য ফসলে ব্যবহার করতে পারব।

মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালে মানুষের আয় আরও বাড়বে, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। খাবারের ভোগ ও চাহিদা বাড়বে। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফলন ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ধানের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়েও জোর দেয়া হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক আরও বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সুন্দর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ডিআরপির মতো এ রকম কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা বিদেশী সংস্থার সহযোগিতা লাগত। এতে ব্যয়ও হতো অনেক। অথচ এটি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে যা একটি বড় সাফল্য।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে- তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোঃ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ ও ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি। এ ছাড়া, বিশেষ অতিথি এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থা প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির

মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। তিনি বলেন, ডাবলিং রাইস প্রোডাক্টিভিটি-ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল যেখানে ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে, অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, ব্যাপক হারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে, ধানের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, ধান ও চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমাবে। ৪০ জন গবেষকের দুই বছরের নিরলস কাজের ফসল এটি।

উপস্থাপনায় জানানো হয়, ডিআরপি ৩০ বছরের জন্য চালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশলপত্র। ২০৩০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তা ডিআরপি কৌশলপত্রে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২০৫০ সালে চালের উৎপাদন ৬ কোটি ৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করার কথা এ বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। উন্নত জাত-প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিদ্যমান উৎপাদন গ্যাপ হ্রাস এবং অনাবাদি জমিতে আবাদ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চালের উৎপাদন ২০৩০ সালে ৪ কোটি ৬৯ লাখ, ২০৪০ সালে ৫ কোটি ৪০ লাখ এবং ২০৫০ সালে ৬ কোটি ৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লাখ মেট্রিক টন।

বইয়ে বলা হয়, এ কর্মপরিকল্পনার ৭৫ শতাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ মেট্রিক টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে। এর ফলে যে কোন দুর্যোগে বছরে ৪০ লাখ মেট্রিক টন পর্যন্ত চালের উৎপাদন কমলেও খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-২ বা জিরো হাঙ্গার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে হেক্টরপ্রতি চালের গড় উৎপাদন ছিল ১ টনের কিছু বেশি। বর্তমানে হেক্টরপ্রতি চালের উৎপাদন গড়ে ৪ (চার) টনেরও বেশি।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০২)

# ‘চাহিদা জানতে দরকার নির্ভুল আদমশুমারি’

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, এত চাল উৎপাদনের পরেও কেন ১৭ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দিতে হলো। এক বিঘা জমিতে ২০ থেকে ৩০ মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে। তবুও চালের দাম বাড়ছে। কত মানুষ আছে, কী পরিমাণ চাহিদা আছে—তা নির্ণয়ে সঠিক তথ্য থাকা দরকার। আমি বলব প্রয়োজনে তাড়াহুড়ো না করে নির্ভুল আদমশুমারি যেন করা হয়। এ ছাড়া নন হিউম্যান খাত—মাছ চাষ, গবাদিপশুর খাদ্যে প্রচুর চালের ব্যবহার হচ্ছে। এজন্য সঠিক তথ্য থাকতে হবে।

রাজধানীর একটি হোটেলে বুধবার ‘বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি’ শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, কৌশলপত্রের ৭৫ শতাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ২০৩০ সালে ৪২ লাখ, ২০৪০ সালে ৫৩ লাখ ও ২০৫০ সালে ৬৫ লাখ মেট্রিক টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে।

**চাল উৎপাদন বাড়ানোর কৌশলপত্র**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. গিয়াসউদ্দিন মিয়া ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহিদুর রশীদ ভূঁইয়া, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে। প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল করতে হলে আবহাওয়াভিত্তিক ফসল বাদ দিয়ে গ্রিনহাউস প্রযুক্তিতে যেতে হবে। বাণিজ্যিক কৃষিতে যেতে হবে। চালের দাম কমাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আমদানিকারকদের দিকে নজর দিতে হবে। ড. শাহজাহান কবীর বলেন, ডাবলিং রাইস প্রোডাক্টিভিটি-ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ নিতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ১২,১১)

# চাল উৎপাদনের তথ্যের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই

## পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার**

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেছেন, সরকারের কৃষিখাত সংশ্লিষ্টরা চালের উৎপাদনের যে তথ্য দেয়, তার সঙ্গে ব্যস্তবতার কোনো মিল নেই। বিশেষ করে চাল উৎপাদনের কোনো সঠিক তথ্য নেই। গতকাল হোটেল সোনারগাঁওয়ে ব্রি প্রণীত 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, বিবিএসের পৃঃ ১১ কঃ ৪

## চাল উৎপাদনের তথ্যের ১২-এর পৃষ্ঠার পর

মাথাপিছু চাল ভোগের পরিমাণ ধরে হিসাব করলে দেশে দুই কোটি ৮০ লাখ টনের বেশি চালের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে এর থেকে অনেক বেশি। তাহলে বাঁকি চাল গেল কোথায়? তারপরও কেন আমদানি করতে হচ্ছে? নিশ্চয় উৎপাদনের তথ্যে ভুল রয়েছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে চাল উৎপাদনে যে সফলতা এসেছে সেটা ভালো। তবে আরো অনেক এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের হেক্টর প্রতি ফলন এখনো মাত্র দুই দশমিক ৭৪ টন। যেখানে জাপান হেক্টরে পাঁচ টন আর চীন সাড়ে ছয় টন ধান পায়। এমনকি ভিয়েতনামের ফলন পাঁচ দশমিক ৮৪ টন। আমরা চীন জাপানের মতো উন্নত নই, কিন্তু ভিয়েতনামের মতো সাধারণ দেশের ন্যায় ফলনও করতে পারি না।

বাজারে চালের দাম কমাতে দীর্ঘদিন ধরে প্রাইজ কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয় উপস্থাপিত কৌশলপত্রে। সে প্রসঙ্গ টেনে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন আপনারা প্রাইজ কমিশন চান? তাহলে কৃষি বিপণন অধিদফতরের কী কাজ? এমন একটি অধিদফতর ভারতেও নেই। তাদের কাজ কি শুধু প্রতিদিনের দাম-দরের হিসাব রাখা? ওই সংস্থাকে দায়িত্ব নিতে হবে। না হয় সেটা ভেঙে প্রাইজ কমিশন করতে হবে। ছোট্ট দেশ নেদারল্যান্ডের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ছোট্ট একটি দেশ, যা বাংলাদেশের অর্ধেকের কম, তারা ৯৪ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে। আমরা পাঁচ বিলিয়নে আটকে রয়েছি। যেখানে আমরা কৃষিপ্রধান দেশ।

তিনি বলেন, কৃষিকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপক প্রকল্প-কর্মজজ্ঞ চলে। কিন্তু দেশের এ আবহাওয়া নির্ভর কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রিনহাউস কৃষিতে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক চালের উৎপাদনের তথ্যে ঘাটতির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, কোথাও তথ্যের গরমিল রয়েছে। আমি বিবিএসকে আহ্বান করবো, আগামী কৃষি শুমারিতে যেন উৎপাদনের সঠিক তথ্য থাকে। সামান্য ভুলও যেন না থাকে। প্রয়োজনে শুমারিতে দেরি হোক। কিন্তু সঠিক তথ্য উঠে আসুক। স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরও চাল আমদানির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ টেনে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'ফসল আবহাওয়া নির্ভর। মাঝে মাঝে উৎপাদন ব্যহত হয়। তবে আমরা যে পরিস্থিতিতে রয়েছি, তাতে ৪৩ সালের মনান্তরের মতো লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মরার অবস্থা নেই। এখন কেউ না খেয়ে থাকে না।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৩)

*কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বুধবার হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও বইয়ের মোড়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন -ফোকাস বাংলা*

# খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উৎপাদন দ্বিগুণ করা হবে: কৃষিমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ২০৫০ সালে দেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তখন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চালের উৎপাদন দ্বিগুণ করার গবেষণা চলছে। জলবায়ুর প্রভাবে জমি কমছে অথচ মানুষ বাড়ছে। মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ধানের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।

বুধবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালে মানুষের আয় আরও বাড়বে, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। খাবারের ভোগ ও চাহিদা বাড়বে। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানীরা অতন্ত সুন্দর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ডিআরপি মতো এ রকম কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা লাগত। এতে ব্যয়ও হতো অনেক। অথচ এটি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে যা একটি বড় সাফল্য।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে- তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে।

মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর। তিনি বলেন, ডাবলিং রাইস প্রডাক্টিভিটি-ডিআরপি একটি সমন্বিত মডেল যেখানে ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে, অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, ব্যাপকহারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে, ধানের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, ধান ও চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমাবে। ৪০ জন গবেষকের দুই বছরের নিরলস কাজের ফসল এটি।

উপস্থাপনায় জানানো হয়, ডিআরপি ৩০ বছরের জন্য চালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশলপত্র। ২০৩০ সালের মধ্যে চালের চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে কোথায় কোথায় বিনিয়োগ ও কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তা ডিআরপি কৌশলপত্রে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন ৬ কোটি ৮ লাখ টনে উন্নীত করার কথা এ বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি মেনে চলছে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-২ বা জিরো হাঙ্গার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ডক্টর শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ ও ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডক্টর হেমনাথ ভান্ডারি। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডিক্টর সিম্পসনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date:02/09/2021 (Page: B1,B2)

# Razzaque stresses doubling rice productivity

## 'We need to ensure food security. We want to double our food production'

**Agriculture Minister Dr Md Abdur Razzaque unveils a book titled 'Doubling Rice Productivity in Bangladesh' at a hotel in the capital on Wednesday. State Minister for Planning Dr Shamsul Alam was also present on the occasion.**

STAFF CORRESPONDENT

**Agriculture** Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque said doubling rice productivity could help the country produce other nutritious foods for the people.

"We need to ensure food security. We want to double our food production," he said while speaking as the chief guest at a strategy paper presentation and book unveiling programme on Wednesday.

The programme titled "Doubling Rice Productivity in Bangladesh-(DRP)" was held at Sonargaon in Dhaka.

According to the study, the rice production will increase to 6.8 crore tonnes by 2050 in Bangladesh from 3.87 crore tonnes in FY 2020-21

It put emphasis on integrated initiatives including improved variety technology, reducing existing production gaps and increase cultivation on fellow land for increasing the productivity.

It is possible to increase rice production to 4.69 crore tonnes by 2030, 5.40 crore tonnes by 2040 and 6.8 crore tonnes by 2050, according to the projection titled "Rice Vision for Bangladesh and Beyond."

The population of the country will increase to 20 crore in 2050, it said.

"Our food production has increased with the rise of population," Razzaque said.

"The income of the 20 crore people should increase and demand of nutritious food also increased," he said adding that "the work is underway to double the rice productivity to ensure food security for 20 crore people."

The minister said, "People's income will increase and purchasing capacity will also increase in 2050."

"The consumption and demand for food will increase at the same time. Ensuring food security in this situation is a big challenge," Razzaque said.

"Importance has been given to increase productivity by developed and innovating technologies as well as reducing yield gaps," he emphasised.

The DRP strategy plan by BRRI will serve as a guideline to double rice productivity, the minister said.

"Our scientists have formulated a very beautiful, structured and precise work plan. Once we would need cooperation of foreign experts or foreign agencies to formulate such a strategy like DRP," he said.

"It would have cost a lot. But it is a great achievement made by our agricultural scientists," Razzaque added.

Speaking as a special guest, Dr Shamsul Alam, State Minister for Planning, said, "The plan to double the productivity of rice in the DRP is not a dream but an achievable and realistic one."

"For the existence of the country, it is essential for the people," he said.

**See page Biz-3**

## Razzaque stresses

FROM PAGE BIZ-1

Md Mesbahul Islam, secretary at the Agriculture Ministry, presided over the programme while Md. Shahjahan Kabir, director general of Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) presented the keynote paper.

The event was also attended by BARC's executive chairman Dr. Sheikh Mohammad Bakhtiar, IRRI representative in Bangladesh Dr Humnath Bhandari and Department of Agriculture Extension (DAE) DG Md. Asadullah, among others.

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৫)

## ডিআরপি কৌশলপত্র প্রণয়ন

# চালের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে ৩০ বছরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদনশীলতা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ চলছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি' শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালে মানুষের আয় আরো বাড়বে, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। খাবারের ভোগ ও চাহিদা বাড়বে। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফলন ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ধানের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়েও জোর দেওয়া হচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক আরো বলেন, 'আমাদের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সুন্দর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। ডিআরপির মতো এ রকম কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা লাগত। এতে ব্যয়ও হতো অনেক। অথচ এটি আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন, যা একটি বড় সাফল্য।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ ও ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভাণ্ডারি। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থাপ্রধান উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। তিনি বলেন, ডাবলিং রাইস প্রডাক্টিভিটি (ডিআরপি) একটি সমন্বিত মডেল, যেখানে ধানের ফলন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে, অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে, ব্যাপক হারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঘটবে, ধানের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, ধান ও চালের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করবে এবং ধান উৎপাদনে ঝুঁকি কমাবে। ৪০ জন গবেষকের দুই বছরের নিরলস কাজের ফসল এটি।